তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৬৮৫

**নিজের ভাষা শেখার পর অন্য ভাষা**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নিজের ভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষা শেখা আধুনিকতা নয়। তিনি বলেন, অবশ্যই বিশ্বায়নের এই যুগে অন্য ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু তা নিজের ভাষায় পরিপক্কতার পরই।

আজ রাজধানীর শাহবাগে ঢাকা ক্লাবের প্রধান লাউঞ্জে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ‘বাংলা আমার প্রাণ’ আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা বাঙালিরা আগে থেকেই অনেক সমৃদ্ধ, বলেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি ইউরোপের বাইরে সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গাছের প্রাণ আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমুখ বিশ্বখ্যাত বাঙালিদের উদাহরণ তুলে ধরেন।

ঢাকা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি খন্দকার মশিউজ্জামান রোমেলের সভাপতিত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

ড. হাছান তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, জাতীয় চারনেতা, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ‘পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরই আমাদের পূর্বসূরিরা অনুধাবন করেছিলেন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বাঙালিদের মুক্তি নিহিত নেই। সেই কারণেই ১৯৪৮ সালের ১২ আগস্ট অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম বছরপূর্তি ১৪ আগস্টের দুই দিন আগে তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিব একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই বিবৃতি তৎকালীন ইত্তেহাদ ও অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা এবং লিফলেট আকারেও প্রচার হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন-১৪ আগস্ট আনন্দ-উল্লাসের দিন নয়। অত্যাচার-নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার শপথ নেওয়ার দিন হিসেবে ১৪ আগস্ট পালনের আহ্বান জানান তিনি।’

মন্ত্রী বলেন, ‘তরুণ নেতা শেখ মুজিব অনুধাবন করেছিলেন, যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তার সংখ্যাগুরু বাঙালিদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে চায় না, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অবদমিত করে রাখতে চায়, যে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ১০ জনের মন্ত্রিসভায় বাঙালি ছিল মাত্র একজন, ফজলুর রহমান সাহেব যিনি আমাদের সালমান এফ রহমান ভাইয়ের বাবা, অথচ বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে অনেক উন্নত, সেখানে বাঙালির মুক্তি নেই।’

হাছান বলেন, ‘সেই অনুধাবন থেকেই কায়দে আযম জিন্নাহ'র একতরফা উর্দু রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধু এবং আরো কয়েকজন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে যে পথ বেয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের এই সূচনার পর দুই দশকের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম। স্মরণ করি, কানাডা প্রবাসী আরেক সালাম ও রফিকের উদ্যোগ ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক চূড়ান্ত তৎপরতায় জাতিসংঘে আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত।’

আলোচনা শেষে শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও অভিনয় পরিবেশন করেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২৩৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৪

**ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে সরকার**

**--- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোণা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। দেশের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আনা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোণা জেলার বিরিশিরিস্থ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি মিলনায়তনে ‘ওয়ানগালা উৎসব ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী ভিতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ অর্থনীতিতে এশিয়ার মধ্যে খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে ঢাকায় মেট্রোরেল হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল, ছয় লেনের রাস্তার মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের কৃষ্টি-কালচার বিকাশে সরকার আন্তরিক। দেশের সকল শিশুদের মতো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরাও শিক্ষা পাচ্ছে। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোণা-১ আসনের সংসদ সদস্য মানু মজুমদার ও নেত্রকোণা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. অসিত সরকার সজল প্রমুখ।

#

জাকির/পাশা/সিরাজ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৩

**বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান  
১৭ ট যানবাহন ও ৬টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ দূষণ বিরোধী চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে পরিবেশ দূষণের দায়ে ঢাকায় ১৭ টি যানবাহনকে ৪১ হাজার ৯ শত টাকা এবং ৬ টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং, ঢাকা মহানগর কার্যালয় ঢাকা জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন ঢাকা এর উদ্যোগে আজ ঢাকা মহানগরের মানিক মিয়া এভিনিউ, উত্তরা, যাত্রাবাড়ি বংশাল ও খিলগাঁও এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

নির্মাণ সামগ্রী খোলা অবস্থায় রেখে বায়ুদূষণের দায়ে ঢাকার উত্তরা এলাকায় ২ টি প্রতিষ্ঠান হতে ৬ হাজার টাকা, খিলগাঁও এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৫ হাজার টাকা এবং বংশাল এলাকায় ২টি প্রতিষ্ঠান হতে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।

যানবাহনের কালো ধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের দায়ে যাত্রাবাড়ি এলাকায় ৬টি যানবাহন হতে মোট ১৫ হাজার টাকা এবং মানিকমিয়া এভিনিউ এলাকায় ১১টি যানবাহন হতে ২৬ হাজার ৯ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার আশেপাশে বায়ুদূষণ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২১০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৬৮২

**নারী ফুটবলাররা একসময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভালো করবে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**  
   
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রমিলা ফুটবলাররা এশিয়াতে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তারা একসময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক ভালো করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে (সেতাবগঞ্জ বড় মাঠ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এক সময় মেয়েদের খেলাধুলায় তেমন উৎসাহ দেয়া হতো না। এখন তারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন খেলাধুলা করছে। বর্তমানে প্রাইমারি স্কুল পর্যায়ে অনেক প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছন্দা পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী, পৌর মেয়র আসলাম প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/মোশারফ/সঞ্জীব/লিখন/২০২৩/১৯১৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮১

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক হবে নতুন প্রজন্ম**

ঝুমঝুমি প্রকাশনের অনষ্ঠানে -মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির চ‌্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে না পারলে আগামীর পৃথিবীতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব‌্যাহত রাখা যাবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রভাব দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ‌্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফলতার ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রা শুরু করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক হবে নতুন প্রজন্ম। তাদেরকে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের মাধ‌্যমে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে ঝুমঝুমি প্রকাশন আয়োজিত তাঁর লেখা ‘ডিজিটাল সময়ের বর্ণমালা’ এবং ‘শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর’ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপত্র মাসিক উত্তরণ সম্পাদক ও প্রকাশক ড. নূহ উল-আলম লেনিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কবি নির্মলেন্দু গুণ, শিক্ষাবিদ ড. মোহিত উল আলম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল‌্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস‌্য মোঃ গোলাম কবির রাব্বানী চিনু, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর রহমান বাবু, কবি আসলাম সানি, বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. মো. শাহাদাৎ হোসেন নিপু এবং ঝুমঝুমি প্রকাশনের প্রকাশক শায়লা রহমান তিথি বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট লেখক ও ঝুমঝুমি প্রকাশনের প্রধান নির্বাহী পাশা মোস্তফা কামাল।

একই অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ কবি জসিম চৌধুরীর ‘সুনন্দ সিন্দুক’, ‘সুনন্দ ধারা’, ‘এক চিলতে আমি, এক চিলতে তুমি’ এবং ‘বঙ্গবন্ধু ও ইসলাম প্রসার’ এই চারটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

কবি জসিম চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, কবিতা জীবনের কথা বলেন, কবিতা মানুষের কথা বলে। ভাবনার শৈল্পিক বিচ্ছুরণ হচ্ছে কবিতা। জীবনের অপ্রাপ্তি বলে কিছু নেই, আজকের অপ্রাপ্তি সময়ের পরে গিয়ে প্রাপ্তিতে পরিণত হয়। তিনি তাঁর বই প্রকাশের জন্য ঝুমঝুমি প্রকাশনকে ধন্যবাদ জানান।

#

শেফায়েত/সিরাজ/মোশারফ/সঞ্জীব/রফিক/লিখন/২০২৩/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৬৮০

**বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই শিশুদের স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রত্যেক শিশুরই যেন জীবনের একটি স্বপ্ন থাকে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টাই হবে তার জীবনের লক্ষ্য পূরণের চাবিকাঠি। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শেখ রাসেল জাতীয়   
শিশু-কিশোর পরিষদের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। পরিষদের মহাসচিব কে এম শহিদ উল্যার সভাপতিত্বে সাবেক সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম, পরিষদের উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম মোল্লা ও ফারজানা সাহাদ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান বলেন, ‘স্বপ্ন দেখতে হয়। যার স্বপ্ন নেই, স্বপ্ন পূরণের তাগাদা তার মধ্যে থাকে না। তাই আমি শিশু-কিশোরদের অনুরোধ জানাবো, তোমরা স্বপ্ন দেখবে এবং পাশাপাশি স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টাকে যুক্ত করবে। তাহলে তোমাদের অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আর, কোনো কাজে হেরে গেলে ধৈর্য হারাবে না, বরং দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করবে, সাফল্য তোমাকে ধরা দেবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করেও বিল গেটস একজন বিশ্বসেরা প্রতিভাবান হয়েছেন, নিম্নবর্ণ-অচ্ছুৎ হিসেবে শৈশব পার করা অম্বোদকার ভারতের আইন ও বিচার মন্ত্রী হয়েছিলেন, দরিদ্র পরিবারের সন্তান এপিজে আব্দুল কালাম ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।’

শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে শিশু-কিশোরদের সংগঠিত করা ও তাদের মেধা বিকাশে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে উল্লেখ করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ সংগঠনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং সব সময় এ সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদেরকে যদি আমরা ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারি তাহলে জাতির ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে পারবো। সংগঠনের সাথে যুক্ত শিশুরা অন্যদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ ভূমিকা রেখে চলেছে।’

শেখ রাসেল স্মরণে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘মাত্র ১০ বছর বয়সে শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর যেমন অনেক মানবিক গুণাবলি ছিল, তিনি যেমন একেবারে কৈশোর থেকে অপরের জন্য হাত প্রসারিত করেছিলেন, নিজের শার্ট স্কুল থেকে আসার সময় অন্যজনকে দিয়েছিলেন, নিজের ছাতা আরেকজনকে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান যেমন নিজেদের গোলার ধান অন্যদেরকে দিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক একই রকম গুণাবলি শেখ রাসেলের মধ্যে ছিল। শেখ রাসেল যদি বেঁচে থাকত তাহলে সে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারতো এবং বাংলাদেশ উপকৃত হতো। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে বঙ্গবন্ধুকে যখন সপরিবারে হত্যা করা হয় তখন শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। আমরা তার পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি ও তার গুণাবলি দিয়ে আমাদের শিশুদের অনুপ্রাণিত করি।’

সভা শেষে আয়োজকদের সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/সিরাজ/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৯১৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৬৭৯

**বিএনপি গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্র চর্চার পথে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আরো গভীরে প্রোথিত করার ক্ষেত্রে বিএনপি হচ্ছে একটি প্রতিবন্ধকতা।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা গণতন্ত্রকে হত্যার অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং সেই অপচেষ্টার অংশ হিসেবেই তারা ২০১৪ সালে নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সমস্ত প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছে। তারা আসলে গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় বলেই সেটিকে ঢাকার জন্য নানা ধরনের বক্তব্য রাখে।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না। বর্তমান সরকারই নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং পৃথিবীর সমস্ত সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় আমাদের দেশেও ঠিক একইভাবে নির্বাচন হবে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যসহ, কন্টিনেন্টাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলতি সরকারই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালীন সময়ে সরকার পদত্যাগ করে না।’

‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু পাকিস্তানে আছে এবং উনারা পাকিস্তানকে পছন্দ করেন তো সে জন্য পাকিস্তানের অনুকরণে বাংলাদেশে তারা চাইলেও কোনো কিছু হবে না’ বলেন মন্ত্রী ড. হাছান।

মন্ত্রী আরো বলেন, “বিএনপির মুখে ‘বর্তমান সরকারের পতন ছাড়া ঘরে ফিরবে না’ এটা ১৪ বছর থেকে শুনছি। সেটি করতে গিয়ে দেখা গেল বিএনপিই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জনগণের কাছে বিএনপির পতন হয়ে গেছে।”

#

আকরাম/সিরাজ/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৮

**সারা দেশে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করছে সরকার**

**--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে সরকার সারা দেশে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ বগুড়ার শেরপুরে স্থাপিত বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব স্থাপন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ, আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে চলেছেন। যার সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে ১২৭টি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় আনার মাধ্যমে বাংলাদেশে গবাদি পশুর উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি প্রবর্তনের সূচনা করেছিলেন। যা বহুমাত্রিকতা পেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

শ. ম. রেজাউল করিম বলেন, আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বগুড়ায় বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব স্থাপন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এ ল্যাবরেটরির মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে উন্নত জাতের গবাদিপশু উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সকলের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য। এজন্যই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে ২টি পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব কাম বুল স্টেশন এবং ৫টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব এবং গবাদিপশুর সুষম খাদ্য নিশ্চিতে একটি টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

শ ম রেজাউল করিম যোগ করেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ও স্থানীয় উদ্যোক্তারা সবাই মিলে সহযোগিতা করায় প্রাণিসম্পদে বাংলাদেশ আজ একটি সাফল্যের জায়গায় পৌঁছেছে। এক সময় ভারত-মিয়ানমার থেকে কোরবানির পশু আনার জন্য বাংলাদেশকে তাকিয়ে থাকতে হতো। আজ আমাদের উৎপাদিত পশু কোরবানির চাহিদা মেটানোর পরও উদ্বৃত্ত হচ্ছে।

তিনি আরো যোগ করেন, মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট বাংলাদেশ কেবল শেখ হাসিনার হাতেই নিরাপদ। তিনি বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছেন, আধুনিক করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ টি এম মোস্তফা কামাল, শেরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম ফারুক, শেরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শাহ জামাল সিরাজী প্রমুখ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/সিরাজ/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৭

**আইনমন্ত্রীর সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টার বৈঠক**

**দু’দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হওয়ার আশা**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা নাকাতানি জেনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বিশেষ উপদেষ্টা নাকাতানি জেন নয় সদস্যের জাপানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এসময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার পরিস্থিতি, গার্মেন্টস শিল্পের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তা, হলি আর্টিজান মামলার অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

বৈঠকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতির কথা তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিচার করেছে। একাত্তরের গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করছে। ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রনয়ন করে তার অধীনে একটি শক্তিশালী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কমিশন দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছে। তিনি আরো বলেন, দেশের নাগরিকদের খাদ্য ও গৃহ সংস্থানের অধিকার পূরণে সকল গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে গৃহনির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদাহরণ উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী জানান, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত। তিনি কারাগারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে জননেত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় তার কারাদণ্ড স্থগিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি নিজ বাসায় থেকে সুচিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

আনিসুল হক জানান, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সরকার শ্রম আইন সংশোধনসহ কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার শ্রম আইনকে সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইনে পরিণত করার চেষ্টা করছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার চাহিদা মোতাবেক আইনটিকে আরো শ্রমবান্ধব করার কাজ করছে। কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ওই কারখানার ৩০ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি ডিজিটাইজড করা হয়েছে। শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ফলে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। জনাব হক বলেন, সরকার সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। হলি আর্টিজানে সন্ত্রাসী হামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক তৎপরতার কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বর্তমানে অনেক কমেছে। হলি আর্টিজান মামলার অগ্রগতির বিষয়ে আইনমন্ত্রী জানান, অধস্তন আদালতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এই মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানির জন্য বর্তমানে মামলাটি উচ্চ আদালতে আছে। সেখানে খুব অল্প সময়ে এই মামলা নিষ্পত্তি হবে বলে জাপানি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন তিনি।

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য আইনমন্ত্রী জাপান সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান। সেইসঙ্গে জাপান-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগামীতে আরো দৃঢ় হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। হলি আর্টিজান মামলায় অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানের পাশে থাকার জন্য জাপানি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

#

রেজাউল/সিরাজ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৬

**একুশের চেতনারই ফসল আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ**

**--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, একুশের চেতনারই ফসল আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একুশ আমাদের অহংকার। একুশ আমাদের প্রেরণার অজস্র উৎস। অমর একুশ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, গৌরবগাঁথা ও প্রাণভোমরা।

আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁওস্থ মিলনায়তনে ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু, সংসদের দৈনন্দিন কার্যাবলী বাংলায় চালু প্রসঙ্গে আইন সভায় গর্জে ওঠেন এবং মহানায়কের ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপ-সচিব আবু সাঈদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম।

#

শায়লা/সিরাজ/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৫

**ভিটামিন ‘এ’ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

আজ রাজধানীর মহাখালীস্থ নিপসম অডিটোরিয়ামে জাতীয় পুষ্টিসেবা ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত দেশের ৬-৫৯ মাস বয়সী মোট ২ কোটি ২০ লাখ শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৬-৫৯ মাস বয়সী কয়েকজন শিশুকে লাল ও নীল রঙের ক্যাপসুল খাইয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্ম্দ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ টিটো মিঞাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ৪ থেকে ৫ ভাগ শিশু রাতকানা হয়ে জন্ম নিত। সেই হার এখন শুন্য দশমিক ১ ভাগে নেমে এসেছে। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল শিশুদের জন্য কেবল রাতকানা প্রতিরোধের জন্যই ব্যবহার হয় না, এই ক্যাপসুল শিশুদের মৃত্যুহার কমায় প্রায় ২৪ ভাগ। হাম, ফাইলেরিয়ার মতো রোগ হয় না। শিশুরা সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে চাই। সোনার বাংলা করতে সোনার শিশু তৈরি করতে হবে। সেই সোনার শিশু তৈরি করতে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরে এই ভিটামিন যেন নির্দিষ্ট বয়সের সব শিশু খেতে পারে, তার জন্য আজকের দিনে সকল মাকে তাঁর নির্দষ্ট বয়সী শিশুদের সাথে নিয়ে নিকটস্হ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে টিকা খাওয়াতে অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল নির্দিষ্ট বয়সী শিশুদের বছরে দুবার খাওয়াতে হয়। আজ ২০ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী সারাদশের সকল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে খাওয়ানো হবে। এর জন্য ২ লাখ ৪০ হাজার স্বাস্থ্যসেবী ও ৪০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী একযোগে দেশের ১ লাখ ২০ হাজার কেন্দ্রে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপস্যুল খাওয়াতে কাজ করবে। ৬-১১ মাস বয়সী ২৫ লাখ শিশুকে নীল রঙের ক্যাপসুল এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী ১ কোটি ৯৫ লাখ শিশুকে লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন জাতীয় পুষ্টিসেবা ও জনসংখ্যা পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের লাইন ডাইরেক্টর ডা. মোঃ আব্দুল মান্নান এবং ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মজিবুল হক।

#

মাইদুল/সিরাজ/মোশারফ/সঞ্জীব/লিখন/২০২৩/১৭০৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৬৭৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭৬১ জন।

**#**

সুলতানা/সিরাজ/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৩

**সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর সাথে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত Marie Masdupuy সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে দু’দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফ্রান্সের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন এবং আশা করেন এ সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

এসময় ফরাসি রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীকে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনকারী ফরাসি লেখক ও সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী অঁদ্রে মালরোর ভূমিকা নিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Saint Cheron এর ফরাসি ভাষায় রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের মোড়ক উন্মোচনের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও বৈঠকে দু’দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

#

**ওয়ালিদ/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১**৫৩০ **ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬৭২

**ক্যানবেরায় ন্যাশনাল মাল্টিকালচারাল ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নকর্মকান্ড প্রদর্শন**

ক্যানবেরা, ২০ ফেব্রুয়ারি:

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী ন্যাশনাল মাল্টিকালচারাল ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হয়। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে এই বহু সাংস্কৃতিক উৎসবের শোভাযাত্রায় ব্যানার-ফেস্টুনসহ বিভিন্ন সাজে প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের সদস্যগণ ও তাদের পরিবারবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

  উৎসবে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বরাদ্দকৃত স্টলে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি তুলে ধরা হয়। স্টলটিতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, পর্যটন, পাট ও বস্ত্র শিল্পের নানা কারুকার্যের জিনিসপত্রও প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভিডিও  প্রদর্শন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি সরকারের চিফ মিনিস্টার বাংলাদেশ হাইকমিশনের স্টল পরিদর্শনে এলে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দিকী তাকে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোমুগ্ধকর নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়।

#

তৌহিদুল/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৪৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬৭১

**পবিত্র শবে বরাতের তারিখ নির্ধারণে আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

**ঢাকা,** ৭ **ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি)**

**১৪৪**৪ **হিজরি সনের** পবিত্র শবে বরাতের তারিখ নির্ধারণ **এবং পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখার লক্ষ্যে আগামীকাল** ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন **বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।**

**বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র** শাবান **মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা** ০২-২২৩৩৮১৭২৫**,** ০২-৪১০৫০৯১২,০২-৪১০৫০৯১৬ **ও** ০২-৪১০৫০৯১৭ **টেলিফোন** নম্বর এবং০২-**২২৩৩৮৩৩৯৭ ও** ০২-**৯৫৫৫৯৫১ ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা** হয়েছে**।**

#

শারমীন/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১৫০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 670

**Prime Minister’s Message on the Martyrs Day** **and International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day :

“On the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day, I pay my homage to the people of all languages and cultures of the world, including Bengali. UNESCO and Bangladesh have been jointly celebrating this day with due dignity since 2000. This year’s theme of the day- ‘multilingual education- a necessity to transform education’- which I think is perfect.

The importance of the language movement in the history of the Bengali liberation struggle is immense. The foundation for a non-communal, democratic, language-based state system was laid through this movement. On this day in 1952, Abul Barkat, Abdul Jabbar, Abdus Salam, Rafiquddin Ahmad, Shafiur Rahman, and many others sacrificed their lives to protect the dignity of our mother language Bengali. I pay my profound respects to the memory of the martyrs of all languages, including Bengali; I remember with deep tribute all the language movement activists, including the Greatest Bengali of all time, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose supreme sacrifices and struggle elevated the esteem of our mother, land, and people.

The glorious history of the language movement of the Bengali from 1947 to 1952 is a source of inspiration in our national life from time and again. The Father of the Nation was repeatedly imprisoned for leading the language movement. At the Education Conference held in Karachi on 27 November 1947, Urdu was decided to be the state language of Pakistan. When the news reached Dhaka, the students of Dhaka University immediately protested in front of Khawaja Nazimuddin's residence. Shortly afterward, Sheikh Mujib, a law student at Dhaka University, used his organizational experience to play a vital role in establishing the Chhatra League in Dhaka on 4 January 1948. In the first session of the Constituent Assembly on 23 February, Dhirendranath Datta of Comilla moved an amendment proposal demanding the inclusion of Bengali as the language of the Assembly. Rejecting the proposal, Khawaja Nazimuddin declared in the Legislative Assembly that the people of East Bengal would accept Urdu as the state language. But to counter the reckless decision of Nazimuddin, an all-party Chhatra Sangram Parishad was formed on 2 March at Fazlul Haque Hall of Dhaka University comprising Chhatra League, Tamaddun Majlish, and other parties. Many language movement activists, including Sheikh Mujib, were arrested in front of the Secretariat for leading the strike on 11 March and were released on 15 March. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led a rally under the historic mango tree at Dhaka University. On 21 March, Jinnah spoke out boastfully in favor of Urdu at the Dhaka Racecourse Ground. While declaring Urdu as the state language of Pakistan at the students’ convocation on 24 March at Curzon Hall, the students immediately protested.

To transform the language movement into a national campaign, Sheikh Mujib organized a nationwide tour plan and participated in an extensive campaign, and addressed in rallies. He was arrested from Faridpur on 11 September 1948 and released on 21 January 1949. He was arrested again on 19 April and released in July. He was detained again on 14 October 1949 and released on 27 February 1952. Sheikh Mujib had been in touch with language movement activists and Chhatra League leaders from 1 January 1950 while in Dhaka Central Jail and had given various suggestions to add momentum to the movement. He sent memos to the three messengers on 3 February 1952 to call for a nationwide strike on 21 February. The jail authorities shifted Sheikh Mujib from Dhaka to Faridpur Jail on 16 February while he went on a hunger strike.

The budgetary session of the East Bengal Executive Council was scheduled on 21 February 1952. Following the advice and instructions of Sheikh Mujib, a general strike was called all over the country on that day. Students violated Section-144, and the police started firing bullets indiscriminately; some lost their lives in the blink of an eye, many were injured, and many were arrested. A strike was observed on 22 February.

In 1956, the Awami League constituted the cabinet, declared Bengali the status of the state language, announced 21 February as Martyr’s Day for the first time, declared it a public holiday and took project to construct the Martyr’s Monument. Unfortunately, those aspirations were no longer fulfilled with the military takeover on 7 October 1958.

The Father of the Nation in independent Bangladesh directed Bengali in all official activities. He included Bengali as the state language in the constitution. He delivered a speech at the United Nation’s 29th General Assembly in Bengali and upheld the dignity of our mother language in the world assembly. During Awami League Government’s 1996-2001 term, Rafiq and Salam, two Bangladeshi expatriates from Canada, along with some members of the international community, formed the ‘Mother Language Preservation Committee.’ They sent a proposal to the United Nations to celebrate International Mother Language Day on 21 February. UNESCO recognized 21 February as ‘International Mother Language Day’ on 17 November 1999. We have established the International Mother Language Institute. We have taken initiatives to preserve the world's endangered languages and protect their dignity. We have ensured the use of the Bengali language in the ICT. Since 2017, we have been distributing Braille books for the visually impaired and textbooks in the mother tongues of the ethnic groups free of charge.

Bengali nationalism was established through the language movement. Following the ideals of Bengali nationalism and the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujib, we have made Bangladesh a role model for development in the world in the last 14 years. We will transform the country into Smart Bangladesh by 2041- building Smart Citizen, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society. In addition, we are also implementing Bangladesh Delta Plan-2100. I firmly believe that we will be able to establish the developed, prosperous, and self-esteemed ‘Golden Bangladesh’ as the Father of the Nation dreamed.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Sarwer/Mehedi/Saida/Mahamuda/Masum/2023/1140 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 669

**President's Message on the Martyrs** **Day and International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

President Md. Abdul Hamid has given the following Message on the occasion of the great Martyrs Day and the International Mother Language Day :

“Today is 21 February, The great ‘Shaheed Day (Martyrs Day)’ and ‘International Mother Language Day’. On this memorable day, I recall Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and many anonymous language martyrs with deep homage who laid down their lives to establish the right of mother tongue Bangla. On the occasion of International Mother Language Day 2023, I extend my sincere greetings and congratulations to the people of various languages of the world including Bangla and other ethnic groups.

The great Language Movement is an unforgettable event in our national history. Today, I remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad (All Party State Language Action Committee), formed in 1948 and consequently was imprisoned. I recall all the language activists including the then Member of Gonoparishad (Constituent Assembly) Dhirendranath Dutta, whose farsightedness, boundless sacrifice, courage, organizational skills and instantaneous decision resulted in the final outcome of the language movement on February 21, 1952 and consequently, Bangalees achieved their right of mother tongue.

In 1947, on the basis of Two Nation Theory, the British-ruled India was split into two countries- India and Pakistan. With thousand kilometers apart, East and West Pakistan had completely different languages and cultures. Therefore, when Urdu was declared as the only state language of Pakistan, the Bangalee Nation took to the streets in protest to protect the status of their mother tongue ‘Bangla’. Basically the Language Movement was the movement to establish the right of our mother tongue as well as to protect our ethnicity, self-entity and cultural distinction. The imperishable spirit of Amar Ekushey (Immortal Shaheed Day) gave us endless inspiration and immense courage in achieving our rights to self-determination, struggle for freedom and the War of Liberation. With the bloodshed passages of Language Movement of February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished Independence in 1971 under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

February 21 has now been recognized by the United Nations as the ‘International Mother Language Day’ with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangladeshi expatriates in 1999. As the Bangalee nation, it is one of the great achievements for us. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage.

The spirit of Amar Ekushey is now the incessant source of inspiration for protecting own languages and culture of peoples of different languages in the world. But we have to be more diligent in proper practice and preservation of Bengali language and culture. With the blessings of information technology, we are now the inhabitants of a single global village. Therefore, to maintain pace of advancement with the developed world, our present generation has to attain necessary skills in different languages which are recognized as international communication media. I believe that observing the International Mother Language Day will play a positive role in the development and preservation of our own language as well as in building a sustainable future through multilingual education - this is our expectation.

Embracing the spirit of Amar Ekushey, let mutual respect be awakened among the people of different languages and cultures of the world, let a colorful world without discrimination be developed - it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Saida/Mahamuda/Masum/2023/1200 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬৮

**মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘বহুভাষায় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা’- যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা’র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরো অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেয়, পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান- ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে। শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে পড়ে, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। ২২ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে এবং শহিদ মিনার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি ।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু’জন বাংলাদেশি কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে ‘মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি’ গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। ২০১৭ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বইসহ ক্ষুদ্র্রনৃ-গোষ্ঠীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৪ বছরে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল-এ পরিণত করেছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- যা স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হবে। সেই সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৬৭

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ‘মহান শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মৃতিবিজড়িত এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জববার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভেঙে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিলো আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্‌যাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে যেতে বর্তমান প্রজন্মকে বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মহান একুশের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগ্রত হোক, গড়ে উঠুক একটি বৈষম্যহীন বর্ণিল বিশ্ব - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা